সাহেব কহিছে 'আমি, দেখিব কেমন আদমি,
যাহ হাম পেয়াদা পাঠাই।'
পাষণ্ডেরা গৃহে গেল, সাহেব লোক পাঠা'ল,
উপনীত দশরথ ঠাঁই।।
পদ্মবিলা গ্রামে বাস, শ্রীরামতনু বিশ্বাস,
বুদ্ধিমান অতি বিচক্ষণ।
কাছারী, কুঠি, মোকামে, রাজদ্বারে কিম্বা গ্রামে,
পরগণে মানে সর্ব্বজন।।
নায়েব যেদিনে মারে, রামতনু অগোচরে,
গোপনেতে করে যত খল।
শেষে সকলি শুনিল, ক্রোধে পরিপূর্ণ হ'ল,
বলে 'এর দিব প্রতিফল।।
মানব না উপরোধ, দিব এর প্রতিশোধ,
ভিটা বাড়ী করিব উচ্ছন্ন।'
ঠাকুর বারণ করে, 'বাছাধন বলি তোরে,
তুমি কিছু কর না এ জন্য।।'
তাহাতে বারণ হ'ল, কুঠির পেয়াদা এল,
রামতনু জানিবারে পায়।
দশরথ নিকটেতে, কহে গিয়া জোড় হাতে,
এতে গুরু নাহি কিছু ভয়।।'
রামতনু বাল্যকালে, সাধু দশরথ স্থলে,
পাঠশালে লেখাপড়া শিখে।
রামতনু সেইজন্য, দশরথে করে মান্য,
চিরদিন 'গুরু' বলে ডাকে।।
তিনি কন 'পেয়াদারে, কেন এলি মরিবারে,
বল গিয়া সাহেবের কাছে।
মূল মর্ম নাহি জেনে, পেয়াদা পাঠা'লে কেনে,
অত্যাচারে নায়েব ম'রেছে।।'
রাতমনু কুঠি গিয়ে, নিরপেক্ষ ভাব ল'য়ে,
সত্য জানাইল সাহেবেরে।
সাহেব কহে 'বিশ্বাস, আর নাহি অবিশ্বাস,
ঠাকুরে কি দোষ কার্য্য করে?
'বল শুনি রামতনু, আমার জীবন, তনু,
ঠাকুরে কেন দেখিতে চায়।
শীঘ্র গিয়া কহ তুমি, ঠাকুর দেখিব আমি,
আসুন আমার কামরায়।।'
সাহেবে কড়ার দিয়ে, রামতনু গৃহে গিয়ে,
গুরুদেব নিকটেতে কয়।
দশরথ পদ ধরে, জানাইল ঠাকুরেরে,
সাহেবেরে দেখা দিতে হয়।।
মহাপ্রভু শুনি তাই, বলে 'যা'ব তার ঠাঁই,
করিবারে রাজ দরশন।
যে দেখিতে চাহে মোরে, আমিও দেখিব তারে,
মন চাহে তার সম্মিলন।।'
ঠাকুর করিল দিন, বল গিয়া আমি দীন,
কুঠি যা'ব তিন দিন পরে।
রামতনু এইকালে, বলে দশরথ স্থলে,
এবে দণ্ড দিব পাষণ্ডেরে।।'
সে কথা ঠাকুর শুনে, কহে দশরথ স্থানে,
"মানা কর তোমার শিষ্যেরে।
পাষণ্ডের কিবা ভয়, যারা মম কিছু নয়,
তারা মম কি করিতে পারে?"
ঠাকুর কুঠিতে যাবে, দিন কার্য্য করি তবে,
যে স্থানে যে ভক্তগণ দিল।।
প্রধান প্রধান ভক্ত, নাম গানে অনুরক্ত,
আসিতে সবারে আজ্ঞা দিল।।
ঠাকুর যে দিন মত, লইয়া ভক্ত কত,
দশরথ ভবনে আসিল।
প্রেমিক প্রবীণ যত, নাম বা লইব কত,
এসে সবে একত্রিত হ'ল।।
রাউৎখামারবাসী, অনেক মিশিল আসি,
রামচাঁদ হীরামন বালা।
আইল বদন চন্দ্র, কুবের আদি গোবিন্দ
নারিকেল বাড়ীর পাগলা।।